প্রজ্ঞাপন

নং- ৪৯.০০.০০০০.০৪২.০১.০৭৫.২২-০০০ তারিখ: ১ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ/ ১৫ মে ২০২৪ খ্রিস্টাব্দ

প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের জন্য পুনঃএকত্রীকরণ নীতিমালা, ২০২৪

যেহেতু বৈদেশিক কর্মসংস্থান বাংলাদেশের সামাজিক উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে এবং এক্ষেত্রে অভিবাসী কর্মীরা মূল চাবিকাঠি হওয়ায় তাদের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি, বৃহত্তর কল্যাণ, অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সর্বোপরি প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের টেকসইভাবে সমাজের সকল ক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, জবাবদিহিতামূলক ও জেন্ডার-সংবেদনশীল নীতিমালা তৈরিতে কৌশলগত দিকনির্দেশনা প্রদান অপরিহার্য; এবং যেহেতু প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের বিশেষায়িত নতুন জ্ঞান, দক্ষতা, নেটওয়ার্ক, সক্ষমতা ও অর্থনৈতিক পুঁজি দেশের সামগ্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কার্যক্রমে বিস্তৃতভাবে যুক্তকরণের লক্ষ্যে একটি উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন; এবং যেহেতু বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী (সংশোধিত) আইন ২০২৩ এর ৭(৩০) ধারায় অভিবাসী কর্মীদের জন্য পুনঃএকত্রীকরণের কার্যক্রম গ্রহণ, ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড আইন ২০১৮ এর ৮(৩) এবং ৯(খ) ধারা অনুযায়ী প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সুরক্ষা, পুনর্বাসন ও পুনপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কার্যক্রম গ্রহণ, ওয়েজ অর্নার্স কল্যাণ বোর্ড বিধিমালা ২০২৩ এর বিধি ৯-এ অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যাবাসন (Repatriation), প্রত্যাবর্তন (Return) এবং পুনঃএকত্রীকরণে (Reintegration) সহায়তা প্রদান এবং সর্বোপরি ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের জন্য একটি টেকসই পুনঃএকত্রীকরণ নীতিমালা গ্রহণের বিষয়ে বলা হয়েছে; সেহেতু উক্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সরকার কর্তৃক এতদসংক্রান্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করা হলো:

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন:

- এই নীতিমালা '**প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের জন্য পুনঃএকত্রীকরণ নীতিমালা, ২০২৪**' নামে অভিহিত হবে।
- এই নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা:

বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে এ নীতিমালায়:

২.১ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী অর্থ বাংলাদেশের কোনো নাগরিক যিনি কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশে গমন করেছেন এবং উক্ত কর্মস্থল থেকে দেশে ফেরত এসে ছুটিতে বা অবকাশ যাপনের উদ্দেশ্যে দেশে সাময়িকভাবে অবস্থান ব্যতিত অধিক সময় বাংলাদেশে অবস্থান করছেন বা করবেন মর্মে প্রত্যাশা ব্যক্ত করে পুনঃএকত্রীকরণে সরকারের নিকট সেবা গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তিনি প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী হিসেবে বিবেচিত হবেন।

২.২ পুনঃএকত্রীকরণ অর্থ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীর প্রয়োজন বা আগ্রহের ভিত্তিতে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সম্ভাব্য সকল ক্ষেত্র তথা মূল স্রোতধারায় পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উপযুক্ত ও টেকসই পন্থা অবলম্বন করা।

৩। নীতিমালার কাঠামো:

৩.১। কর্ম-পরিধি

টেকসই পুনঃএকত্রীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের নিজ দেশে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মর্যাদা সমুন্নত রাখা এবং প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তা বজায় রাখতে সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হবে। এই নীতিমালা সামগ্রিকভাবে ব্যক্তি, সমাজ, প্রাতিষ্ঠানিক ও কাঠামোগত পর্যায়ে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সফল পুনঃএকত্রীকরণে সহায়তা করবে।

৩.২। কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

ক. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের দক্ষ ও মর্যাদাপূর্ণ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সমাজে কার্যকরভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম করে তোলা।

খ. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের জ্ঞান ও দক্ষতার স্বীকৃতি প্রদান, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান ও উদ্যোক্তা হওয়ার সুযোগ তৈরি করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাদের অর্জিত বিশেষায়িত দক্ষতাকে কাজে লাগানোর সুযোগ তৈরিতে সংযোগ সৃষ্টি করা।

গ. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের শারীরিক ও মনোসামাজিক সুস্থতার বিষয়ে সহযোগিতা করা।

ঘ. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের কার্যকর, উদ্ভাবনী এবং টেকসই পুনঃএকত্রীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের অংশগ্রহণ জোরদার করা।

ঙ. প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মী বিশেষত কোনো দুর্যোগ, দুর্ঘটনা বা যে কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে ঝুঁকির শিকার এমন দুর্বল বা অরক্ষিত গোষ্ঠী (vulnerable group)-কে পর্যাপ্ত সহায়তা ও সুরক্ষা প্রদান করা।

চ. সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর এবং অংশীজন-এর মাধ্যমে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের টেকসই পুনঃএকত্রীকরণে সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

৩.৩। নীতি এবং পন্থা

প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের পুনঃএকত্রীকরণের ক্ষেত্রে এই নীতিমালার মাধ্যমে নিম্নোক্ত পন্থা ও একটি সামগ্রিক চাহিদা ও অধিকারভিত্তিক সমন্বিত পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে:

ক. চাহিদা-ভিত্তিক: পুনঃএকত্রীকরণ সম্পর্কিত সকল সিদ্ধান্তে প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের স্বার্থ সর্বাধিক গুরুত্ব পাবে। প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের যৌক্তিক চাহিদার ওপর লক্ষ্য রেখে এবং তাদের ও তাদের পরিবারের সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে পুনঃএকত্রীকরণ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সহায়তা প্রদান করা হবে ।

খ. অধিকার-ভিত্তিক: প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের যৌক্তিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার বহুমুখী পদক্ষেপের মাধ্যমে সমুন্নত এবং সুরক্ষিত রাখা হবে ।

গ. জেন্ডার সংবেদনশীলতা: প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের জন্য প্রদত্ত পুনঃএকত্রীকরণ সহায়তায় জেন্ডার সমতার উপাদানগুলোকে মূলধারায় আনার লক্ষ্যে কাজ করা হবে। একই সাথে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মী এবং ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থানে থাকা প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সহায়তা করা হবে ।

ঘ. টেকসই: পুনঃএকত্রীকরণ কার্যক্রমের সক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই করার উদ্যোগ গ্রহণ হবে।

৩.৪। বাস্তবায়ন কৌশল

ক. উপযুক্ত তথ্য সুরক্ষা ব্যবস্থাসহ একটি সমন্বিত ডাটাবেজ তৈরি করা হবে।

খ. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রত্যেক প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও বিশদ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

গ. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের পুনঃএকত্রীকরণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নিয়ে কাজের চাহিদা নিরূপণ তথা সার্ভিস ম্যাপিং করা হবে ।

ঘ. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের পরিষেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো এবং ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড-এর কাঠামোর আওতায় জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিস, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও নির্দিষ্ট ওয়েলফেয়ার সেন্টারগুলোকে সক্ষম করে প্রতিষ্ঠা করা হবে। এক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধির সাথে সমন্বয়পূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঙ. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের পরিষেবা প্রদানের জন্য প্রাসঙ্গিক নির্দেশিকা তৈরি করা হবে।

চ. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয় পরিষেবার বিধান নিশ্চিত করার জন্য প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, দপ্তর, সংস্থা ও অংশীজনদের সাথে সমন্বয় সাধন ও তাদের সম্পৃক্ত করা হবে ।

ছ. সরকার কর্তৃক অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্ট-এর মাধ্যমে প্রেরিত কর্মীদের প্রত্যাবর্তনের পর উক্ত এজেন্সি কর্তৃক পুনঃএকত্রীকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৩.৪.১ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিক পুনঃএকত্রীকরণ

প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের সামাজিকভাবে ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরির লক্ষ্যে সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে, যাতে তাদের 'উন্নয়নের অংশীদার' হিসেবে মর্যাদাপূর্ণভাবে স্বীকৃতি, পুনঃপ্রতিষ্ঠা এবং সার্বিক গ্রহণযোগ্যতা নিশ্চিত করা যায়। বিশেষ করে প্রত্যাগত নারী অভিবাসী কর্মীদের ক্ষেত্রে অভিবাসনের সাথে সম্পৃক্ত যেসব সামাজিক নেতিবাচক ধারণা ও মনোভাব রয়েছে সেগুলোকে চিহ্নিত ও দূর করে সুরক্ষার সম্ভাব্য উপায় ও ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৩.৪.২ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের অর্থনৈতিক পুনঃএকত্রীকরণ

৩.৪.২.১. স্থানীয় বাজারে কর্মসংস্থান:

ক. বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর ও সংস্থাসমূহ-এর সাথে সংশ্লিষ্ট স্ব স্ব শ্রমবাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে একটি সমন্বিত উদ্যোগ চালু করা হবে এবং উক্ত শ্রমবাজারে স্থানীয়ভাবে প্রবেশ সহজীকরণ ও গন্তব্য দেশে পুনরায় গমনের উপযোগী করে প্রস্তুত করা হবে।

খ. বহুমাত্রিক দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্তিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সহযোগিতায় প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী, বিশেষ করে নারীদের ক্ষেত্রে চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী কারিগরি, বৃত্তিমূলক এবং সফট স্কিল প্রশিক্ষণের সুযোগ জোরদার করা হবে।

গ. বেসরকারি খাতের বিভিন্ন সংগঠন তথা এনজিও, ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা প্রতিষ্ঠান (business entreapreneur)-এর সাথে সরাসরি সংযোগ সৃষ্টিসহ কারিগরি, বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এছাড়া কর্মজীবন নির্দেশিকা (career guidance)-এর মাধ্যমে অভিবাসীবান্ধব পন্থা অবলম্বন করে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারে প্রবেশকে উৎসাহিত করা হবে।

ঘ. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের অর্জিত অভিজ্ঞতা ও বিশেষায়িত দক্ষতাকে কাজে লাগাতে তাদেরকে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুযোগ দেয়া হবে।

৩.৪.২.২ উদ্যোক্তা উন্নয়ন

ক. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের উদ্যোক্তা হতে সহায়তা ও উৎসাহ প্রদান করা হবে । বিশেষত নারীদের জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম জোরদার করা হবে ।

খ. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের আর্থিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড ও জীবিকার সুযোগ তৈরি করার জন্য সহজ শর্তে ও স্বল্প সুদে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক ঋণ বা আর্থিক স্কিমসমূহ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া অন্যান্য তফশিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নীতিমালা বা সিএসআর (CSR) অনুসরণপূর্বক প্রত্যাগত কর্মীদের ঋণ ও আর্থিক স্কিমসমূহে অভিগম্যতা সহজতর করার উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিবেচনা করতে পারে ।

গ. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের জন্য একটি সামগ্রিক সরকারি দক্ষতা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। এই পরিকল্পনায় দক্ষতা বিষয়ক খাতগুলো চিহ্নিত করা হবে এবং সে অনুযায়ী বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ঘ. একটি সামগ্রিক আর্থিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণে উৎসাহিত করা হবে।
ঙ. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ এবং ব্যবসায়িক সুযোগের সাথে সংযোগ সৃষ্টিসহ এ সংক্রান্ত কার্যক্রম সহজ করা হবে।

৩.৪.৪. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের শারীরিক ও মনোসামাজিক সুস্থতা

ক. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের বিদ্যমান স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো হবে।

খ. জেন্ডার-ভিত্তিক সহিংসতার প্রভাব, ট্রমাসহ প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত চাহিদাপূরণ করতে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের মধ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ।

৩.৪.৫. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী ও তাদের পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ প্রতিকার ও আইনী সেবা

ক. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মীদের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসমূহে জরুরি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে প্রবাসী কল্যাণ ডেস্কের সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মাধ্যমে প্রয়োজনে সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

খ. বিদ্যমান আইন ও নীতিমালার আওতায় অভিযোগের প্রতিকার (grievance redress) ও ক্ষতিপূরণ আদায়ে সহায়তা প্রদান করা হবে।

গ. প্রত্যাগত অভিবাসী কর্মী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের আইনীসহ অন্যান্য পরামর্শমূলক সহযোগিতার প্রয়োজন থাকলে রেফারেল মেকানিজমের মাধ্যমে উপযুক্ত পরামর্শ প্রদান করা হবে।

৪। পুনঃএকত্রীকরণ প্রক্রিয়ার কার্যকর সমন্বয় এবং ব্যবস্থাপনা

ক. প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এই নীতিমালা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড নীতিমালা বাস্তবায়নে সকল ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক্ষেত্রে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করতে পারবে। তবে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা (guideline) ও SOP তৈরির ক্ষেত্রে ওয়েজ আর্নার্স কল্যাণ বোর্ড মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনাপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

খ. স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি কর্মচারি এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে এই নীতিমালা বাস্তবায়ন সম্পর্কে সচেতন করা হবে।

৫। পুনঃএকত্রীকরণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ:

পুনঃএকত্রীকরণের জন্য প্রয়োজনে জিওবি ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগীদের অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণ করা যাবে। এছাড়া NGO ও CSO তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিবিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে অনুরূপ সহযোগিতা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবে।

৬। বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন

এই নীতিমালা বাস্তবায়নের প্রাসঙ্গিকতা, কার্যকারিতা, দক্ষতা, প্রভাব, স্থায়িত্ব এবং সঙ্গতি পরিমাপের জন্য একটি কর্ম পরিকল্পনা (action plan) তৈরি করা হবে এবং এর পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নের নিমিত্ত একটি নির্দিষ্ট পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হবে।

৭. পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা পরিমার্জন

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় সময়ে সময়ে এই নীতিমালার সম্পূর্ণ বা যে কোনো অংশে পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা পরিমার্জন ও অস্পষ্টতা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।